মেঘনার ভাঙনের মুখে ১৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মুছাকালিমুল্লাহ কমলনগর
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৩৫

দীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে মেঘনার অব্যাহত ভাঙনে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। চরকালকিনি ও সাহেবেরহাট ইউনিয়নের সিংহভাগ এলাকা বিলীন।

advertisement

গত এক সপ্তাহে কালকিনির নাসিরগঞ্জ ও সাহেবেরহাটের পাতাবুনিয়া এলাকার দুই শতাধিক ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে। ইতিপূর্বে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- রামগতি আছিয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আসলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালুর চর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, বালুরচর উচ্চ বিদ্যালয়, কমলনগরে তালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরফলকন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরজগবন্ধু মুন্সীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম চরলরেন্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরজগবন্ধু সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা, ডিএসফলকন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগবন্ধু উচ্চবিদ্যালয়, চরফলকন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফলকন উচ্চবিদ্যালয়, পশ্চিম লরেন্স বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ও চরফলকন ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসা চরম হুমকিতে!

কমলনগর উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও চরফলকন ছিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা হাবীব উল্যাহ বাহার বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বিলীনের পর পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় আবারও হুমকির মুখে পড়েছি আমরা।

উপজেলা মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিম লরেন্স বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মাকছুদুর রহমান জানান, তার প্রতিষ্ঠানটি যে কোনো মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়াও নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে চরফলকন, পাটওয়ারীরহাট ও চরলরেন্স ইউনিয়নের এক-তৃতীয়াংশ। ভাঙনের শিকার হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা। অসহায় হয়ে পড়েছে উদ্বাস্তু পরিবারগুলো। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর দাবি 'টেকসই বাঁধ তাদের একমাত্র বাঁচার অবলম্বন।' চরফলকন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম জানান, নদীতে কৃষি জমি বিলীন হয়ে গেছে; ধার-দেনা করে কোনো রকম ব্যবসাবাণিজ্য ধরে রেখেছি। চরকালকিনি, সাহেবেরহাট, চরফলকন যেসব এলাকায় উচু বেড়িবাঁধ ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মাথা গুঁজবার ঠাঁইও মিলছে না। এ পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাটসহ শত কোটি টাকার পোল, কালভার্ট, ব্রিজ, পাকা ঘর-বাড়ি, আধা পাকা ঘরসহ সাহেবেরহাট, তালতলি বাজার, লুধুয়া মাছঘাট, কটোরিয়া, বাত্তিরখাল, উড়িরচর মাছঘাটসহ বেশ কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে চরফলকন চেয়ারম্যান বাড়ির সামনের জামে মসজিদ, মক্তব, সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক, ওবায়দুলহক চেয়ারম্যান বাড়ি ও তালুকদারবাড়িটিও বিলীন হয়ে গেছে। অন্যদিকে রামগতি উপজেলার রামগতি-সোনাপুর প্রধান সড়ক, ওয়াপদাবাজার, আসলীপাড়া ও রামগতি বাজার মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে।

কালকিনি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাস্টার ছায়েফ উল্যাহ জানান, গত কয়েক দিন ধরে ভাঙনের তীব্রতা বেড়ে শতাধিক ঘরবাড়ি বিলীন হয়ে গেছে। আমরা এসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বড় ধরনের বরাদ্দ পেলে আরও বেশি সাহায্য করা সম্ভব হতো।

কমলনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ইমতিয়াজ হোসেন জানান, গত কয়েক দিনে মেঘনা নদীর যেখানে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে; সেখানেই দ্রুত উপস্থিত হয়ে মানুষের খোঁজখবর নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।